

# তৈরি পোশাক খাতে ১০০ কোটি টাকার ক্ষতি

বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ড নিয়ে বিজিএমইএর হিসাব

- ৫১৬ কারখানার পণ্য ও ফেব্রিকের স্যাম্পল পুড়ে নষ্ট হয়েছে
- রপ্তানি কার্যক্রম এক মাস পিছিয়ে পড়বে। সার্বিক প্রভাব বিবেচনায় ক্ষতির পরিমাণ এক হাজার কোটি টাকার কম নয়
- ইনামুল হক খান  
জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি, বিজিএমইএ



## সমকাল প্রতিবেদক

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ডে ৫১৬ পোশাক কারখানার স্যাম্পল বা নমুনা পুড়ে বিনষ্ট হয়েছে। এ বাবদ ক্ষতি হয়েছে আট মিলিয়ন ডলারের। দেশীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ প্রায় ১০০ কোটি টাকা। প্রত্যক্ষ এ ক্ষতির বাইরে প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ এক হাজার কোটি টাকার কম নয়। স্যাম্পল পুড়ে যাওয়ার কারণে সরবরাহ চেইন ব্যাহত হওয়ার ফলে রপ্তানি কার্যক্রম অন্তত এক মাস পিছিয়ে পড়তে পারে।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ড বিষয়ে পোশাক খাতের রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিজিএমইএর এক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। ১৮ অক্টোবর দুর্ঘটনার পরপরই সদস্য কারখানার ক্ষয়ক্ষতির তথ্য চেয়ে চিঠি দেয় বিজিএমইএ। অনলাইনে তথ্য-উপাত্তের বিস্তারিত জানানোর জন্য একটি লিংক শেয়ার করা হয়। গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত তথ্য দেওয়ার জন্য সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। অবশ্য গতকাল রোববারও তথ্য নেওয়া হয়েছে। গতকাল পর্যন্ত ৫১৬টি কারখানা তাদের ক্ষয়ক্ষতির তথ্য জানিয়েছে। এতে দেখা যায়, সব কারখানার ক্ষতির পরিমাণ সমান নয়।

৫১৬ কারখানার সম্মিলিত ক্ষতির পরিমাণ ৮০ লাখ ডলার, যা স্থানীয় মুদ্রায় ৯৬ কোটি টাকা। ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্য ১২০ টাকা দরে এ হিসাব করা হয়েছে।

অগ্নিকাণ্ডে যেসব কারখানার কাঁচামালের বিপরীতে ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন (ইইডি) সংশোধনের প্রয়োজন হচ্ছে, সেসব কারখানাকে জরুরি ভিত্তিতে সেবা দিচ্ছে পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের দুই সংগঠন বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ। রপ্তানি আদেশ পাওয়ার পর শুষ্কমুক্ত সুবিধায় কাঁচামাল আমদানির অনুপত্র- ইউডি সনদ সরকারের পক্ষ থেকে এই সংগঠন দুটি দিয়ে থাকে।

তৈরি পোশাক ছাড়া, ওষুধ শিল্পের উদ্যোক্তারা কাঁচামাল আমদানির জন্য এবং কৃষিপণ্য রপ্তানিকারকরা বিশেষ করে শাকসবজি ও অন্যান্য পচনশীল পণ্য রপ্তানির জন্য এই কার্গো ভিলেজ ব্যবহার করেন। অগ্নিকাণ্ডের সময় কার্গো ভিলেজে থাকা এ রকম পণ্য পুড়ে গেছে। ওই সব খাতে ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত হিসাব এখনও জানা যায়নি।

উদ্যোক্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, পোশাকের স্যাম্পল পুড়ে যাওয়ার কারণে রপ্তানিতে লিড টাইমে অন্তত এক মাস পেছনে পড়তে পারে বাংলাদেশ। লিড টাইম হচ্ছে, ব্র্যান্ড ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে স্যাম্পল পাওয়া

থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায় শেষে চূড়ান্ত পণ্য উৎপাদন করে তাদের হাতে পৌঁছানো পর্যন্ত সময়। কার্গো ভিলেজে থাকা সব স্যাম্পল পুড়ে যাওয়ার কারণে এখন আবার নতুন করে স্যাম্পল আনা, স্যাম্পল তৈরি এবং ব্র্যান্ড-ক্রেতাদের অনুমোদন নেওয়া পর্যন্ত অন্তত এক মাস সময়ের প্রয়োজন হবে।

জানতে চাইলে বিজিএমইএর সিনিয়র সহসভাপতি ইনামুল হক খান বাবলু সমকালকে বলেন, বিজিএমইএ ক্ষয়ক্ষতির যে হিসাব পেয়েছে, প্রকৃত ক্ষতি তার চেয়েও বেশি হতে পারে। কারণ, সব সদস্য কারখানা এখনও তাদের ক্ষয়ক্ষতির হিসাব জানায়নি। তিনি বলেন, স্যাম্পলের উচিত মূল্য ক্রেতাদের কাছ থেকে নেওয়া হয় না। একটা টোকেন মূল্য নেওয়া হয়। তাতেই তাঁর নিজের কারখানা অন্তত অ্যাপারেলের ৪০ হাজার ডলারের ক্ষতি হয়েছে। আগুনে কারখানার ফিনিশড পোশাকের (চূড়ান্ত পণ্য) স্যাম্পল ছাড়াও সুতা, কাপড়ের মান নিয়ন্ত্রণের সুতা এবং কাপড়ের স্যাম্পলও আনা-নেওয়া হয় আকাশ পথে। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক কুরিয়ারের মাধ্যমে অনেক জরুরি ডকুমেন্টও পরিবহন করা হয়। সেগুলোর ক্ষতি হয়েছে। তবে আগুনে রপ্তানির অপেক্ষায় থাকা পণ্যের কোনো ক্ষতি হয়নি। তাঁর কারখানারও ৩৭ কোটি ডলারের পোশাক ওই দিন রপ্তানি হয়েছে।

গত ১৮ অক্টোবর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজ কমপ্লেক্স ভবনে দুপুর আড়াইটার দিকে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। সাড়ে ছয় ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুনে নেভাতে গিয়ে আনসার বাহিনীর ২৫ সদস্যসহ মোট ৩৫ জন আহত হয়েছেন বলে জানা যায়। অগ্নিকাণ্ডটি পরিকল্পিত নাশকতা হতে পারে বলে ধারণা করছেন রপ্তানিকারকদের অনেকে। তাদের যুক্তি, এ রকম স্পর্শকাতর স্থাপনায় এভাবে আগুন লাগার জোরালো কোনো কারণ নেই। এ ছাড়া মাত্র পাঁচ দিনের ব্যবধানে দুটি পোশাক কারখানায়ও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। প্রকৃত কারণ জানতে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

## ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক শিল্পের মধ্যবর্তী পণ্যের এলসি নিষ্পত্তি কমেছে প্রায় ১৮ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দেশের শিল্প খাতের মূলধনি যন্ত্রপাতি ও মধ্যবর্তী পণ্য আমদানির খরা কাটছে না। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ধারাবাহিকতায় চলতি অর্থবছরেও এসব পণ্যের আমদানি কমেছে। এ দুই ধরনের পণ্যের সঙ্গে এ তালিকায় নতুন করে যোগ হয়েছে উৎপাদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত কাঁচামালও। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে শিল্পের মধ্যবর্তী পণ্য আমদানির এলসি (ঋণপত্র) নিষ্পত্তি কমেছে প্রায় ১৮ শতাংশ। একই সময়ে মূলধনি যন্ত্রপাতির এলসি নিষ্পত্তি ১১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এর আগে ২০২৪-২৫ অর্থবছরেও অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে পরিচিত মূলধনি যন্ত্র ও মধ্যবর্তী পণ্য আমদানি উল্লেখযোগ্য হারে কমে গিয়েছিল।

চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের (জুলাই-সেপ্টেম্বর) ঋণপত্র নিষ্পত্তির তথ্য গতকাল প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এতে দেখা যায়, এ সময়ে মধ্যবর্তী পণ্যের এলসি নিষ্পত্তি হয়েছে ৯৪ কোটি ৮৪ লাখ ডলার। যেখানে আগের অর্থবছরের একই সময়ে নিষ্পত্তি হয়েছিল ১১৫ কোটি ১৩ লাখ ডলার। এক্ষেত্রে আগের অর্থবছরের তুলনায় নিষ্পত্তি কমেছে ১৭ দশমিক ৬২ শতাংশ।

মধ্যবর্তী পণ্যের মতো মূলধনি যন্ত্রপাতির আমদানিতেও এলসি নিষ্পত্তি কমেছে। গত অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে এ খাতের এলসি নিষ্পত্তি হয়েছিল ৪৯ কোটি ৮৮ লাখ ডলার। সেখানে চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে ৪৪ কোটি ৪৩ লাখ ডলারের এলসি নিষ্পত্তি হয়েছে। এক্ষেত্রে এলসি নিষ্পত্তির প্রবৃদ্ধি কমেছে ১০ দশমিক ৯২ শতাংশ।

গুধু চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকেই নয়, মধ্যবর্তী পণ্য ও মূলধনি যন্ত্রপাতি আমদানিতে খরা চলছে কয়েক বছর ধরেই। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের তুলনায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মধ্যবর্তী পণ্যের এলসি নিষ্পত্তি কমেছিল ৮ দশমিক ৮৫ শতাংশ। একইভাবে গত অর্থবছরে মূলধনি যন্ত্রপাতির আমদানি কমেছিল ২৫ দশমিক ৪২ শতাংশ।

মূলধনি যন্ত্রপাতি ও মধ্যবর্তী পণ্যের আমদানিতে আগে থেকেই খরা চললেও এ তালিকায় নতুন করে যোগ হয়েছে শিল্পের কাঁচামাল। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের তুলনায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ খাতে এলসি নিষ্পত্তির হার ৮ দশমিক ৩৭ শতাংশ বেড়েছিল। তবে চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে এসে শিল্পের কাঁচামাল খাতেও প্রবৃদ্ধি কমেছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক তথা জুলাই-সেপ্টেম্বরে এ খাতে এলসি নিষ্পত্তি হয়েছে ৫৭৬ কোটি ৫৬ লাখ ডলার। অথচ আগের অর্থবছরের একই সময়ে এ খাতের এলসি নিষ্পত্তি হয়েছিল ৫৮২ কোটি ৬৩ লাখ ডলার।

উৎপাদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত এসব পণ্যের আমদানি কমে যাওয়া উৎপাদনমুখী শিল্পের ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধির জন্য নেতিবাচক ইঙ্গিত বহন করছে। সংশ্লিষ্টরা

বলছেন, মধ্যবর্তী পণ্য হচ্ছে উৎপাদনের সেতুবন্ধ। এখানে গতি কমে গেলে পুরো শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি ব্যাহত হয়। আর মূলধনি যন্ত্রপাতি আমদানি তো কয়েক বছর ধরেই নেতিবাচক ধারায় রয়েছে। উৎপাদনসংশ্লিষ্ট এসব পণ্যের আমদানি কমে যাওয়া দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগ ও উৎপাদনে বাধা তৈরি করবে।

ব্যবসায়ীরা বলছেন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, উচ্চ সুদহার ও ব্যাংক খাতে অস্থিরতার কারণে

দেশে ব্যবসার পরিবেশ অনেকটাই নিম্নমুখী। অনেক দিন ধরেই মূলধনি যন্ত্রপাতি আমদানি কমেছে। একই সঙ্গে মধ্যবর্তী পণ্য ও কাঁচামাল আমদানিও উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ব্যবসায়ীদের অন্যতম শীর্ষ সংগঠন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি তাসকীন আহমেদ বলেন, 'বাংলাদেশে সামগ্রিকভাবে ব্যবসার গতি এখনো মন্থর। ব্যবসায়ীরা এখনো আস্থা ফিরে পাননি। এ কারণেই মূলধনি যন্ত্রপাতি, মধ্যবর্তী পণ্য ও কাঁচামাল আমদানি কমেছে। দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা না আসা পর্যন্ত এ পরিস্থিতি অব্যাহত থাকবে।' এ অবস্থায় সরকারকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু সংসদ নির্বাচন আয়োজন করে ব্যবসায়িক আস্থা ও পরিবেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

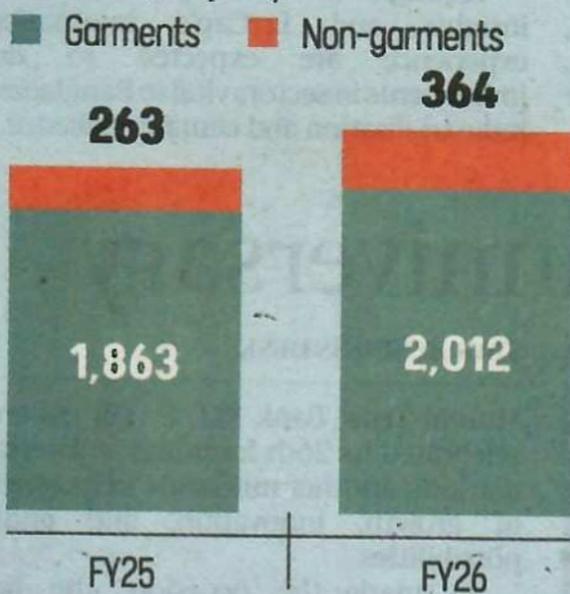


# Exports to US rise 10% in July-Sept. Will it continue?

Apparel makers supplying basic low-cost items optimistic about strong demand in coming months

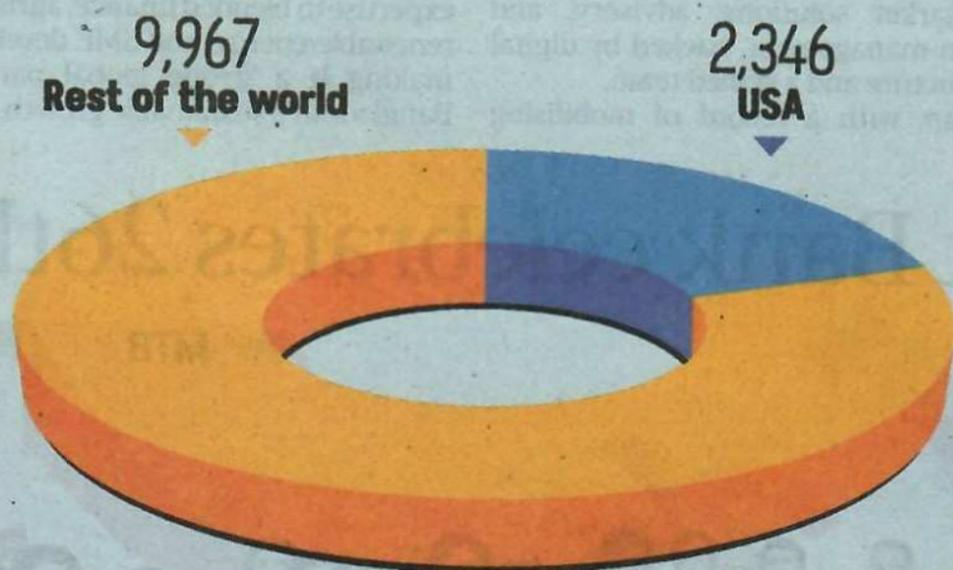
## Bangladesh's export to the USA

In million \$; July-Sept



## Exports to USA and rest of the world

(In million \$)



SOURCE: EPB

### JAGARAN CHAKMA

Merchandise shipments to the United States rose by more than 10 percent year-on-year in the July-September quarter of the fiscal year 2025-26, defying concerns that the Trump tariffs would slow the country's trade with its largest export market.

Bangladesh earned \$2.3 billion from exports to the US in the first quarter of FY26, up from \$2.1 billion in the same period a year earlier, according to the Export Promotion Bureau (EPB).

Of this, ready-made garments accounted for \$2.12 billion, compared with \$1.87 billion last year.

The American market made up more than a fifth of Bangladesh's total garment exports, driven by strong demand from Western retailers stocking up ahead of the Christmas season.

This growth comes despite imposition of addition tariffs imposed by the Trump administration, which have made Bangladeshi goods more expensive than those from duty-free competitors.

The US had earlier reduced its reciprocal tariff rate for Bangladesh to 20 percent from the initial 37 percent after Bangladesh agreed to increase

the new tariffs, as we mainly export low-value apparel products for hypermarkets," said Mohammad Hatem, president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA).

"The price increase from the tariff will be minimal and unlikely to affect demand," he added.

Hatem said as prices for high-end products rise with the new rates, more US consumers may turn to affordable options, boosting sales of Bangladeshi goods.

Many competitors do not have the capacity to produce low-cost garments, leaving Bangladesh well placed to meet demand in the coming months, he added.

Mohammad Abdur Razzaque, chairman of local think tank Research and Policy Integration for Development, said exports to the US have risen in the first quarter, with garment shipments up by more than 13 percent.

"The feared impact of the Trump-era tariffs has not materialised yet," Razzaque said, while noting it was still early to judge, as the tariffs only took effect in August.

He pointed to three factors supporting exports. Those include

January next year, we will have a clearer view of how the US market is responding."

Razzaque said that without the tariffs, garment export growth could have reached 12 to 15 percent, helped by a global rebound in demand.

Bangladesh lost its preferential access to the US market in 2013 after the suspension of the Generalised System of Preferences over labour and safety issues. Since then, the garment industry has made major improvements in workplace safety and environmental standards, including setting up the highest number of green factories in the world.

Even so, apparel products remain excluded from the GSP scheme, a policy many in the sector describe as "unfair and outdated".

Riad Mahmud, managing director of N Poly, which exports non-leather shoes to the US, said orders have risen recently not because of new demand but due to strategic sourcing by buyers.

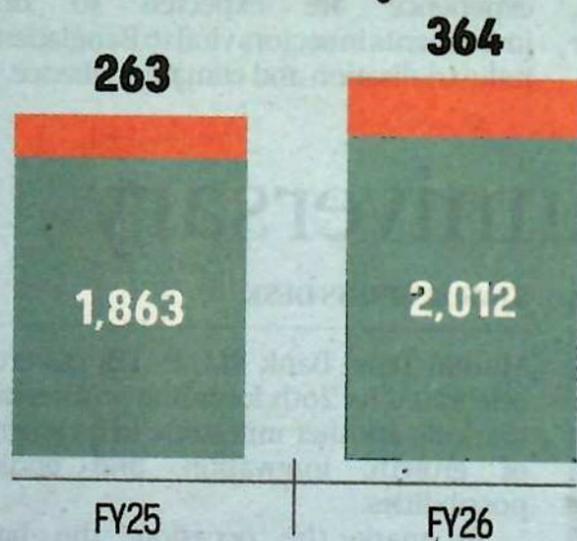
"We are now receiving orders we previously missed," he said, citing mid-range brands such as Fila and Decathlon.

Mahmud said tariffs on Chinese footwear have prompted US buyers to look for new suppliers, creating opportunities for Bangladeshi exporters.

## Bangladesh's export to the USA

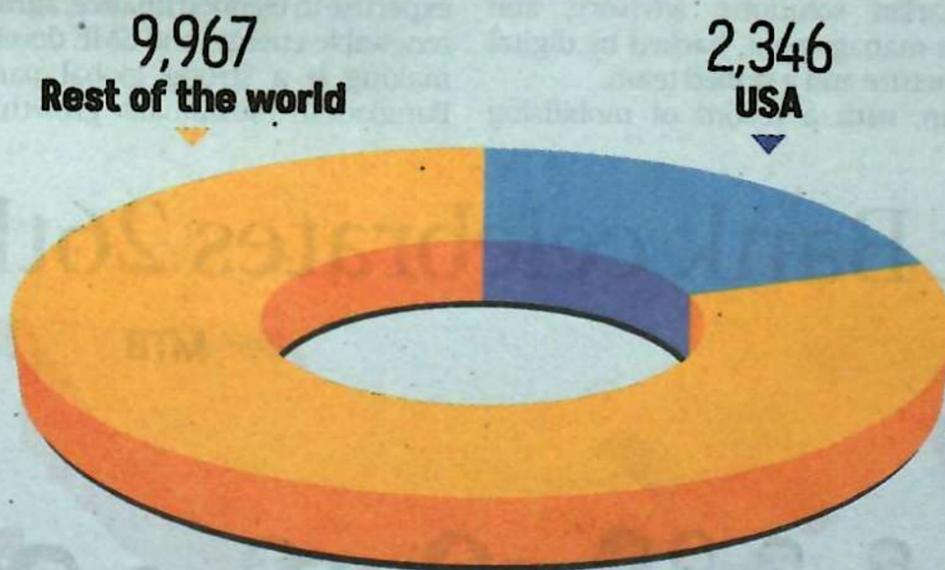
In million \$; July-Sept

■ Garments ■ Non-garments



## Exports to USA and rest of the world

(In million \$)



SOURCE: EPB

### JAGARAN CHAKMA

Merchandise shipments to the United States rose by more than 10 percent year-on-year in the July-September quarter of the fiscal year 2025-26, defying concerns that the Trump tariffs would slow the country's trade with its largest export market.

Bangladesh earned \$2.3 billion from exports to the US in the first quarter of FY26, up from \$2.1 billion in the same period a year earlier, according to the Export Promotion Bureau (EPB).

Of this, ready-made garments accounted for \$2.12 billion, compared with \$1.87 billion last year.

The American market made up more than a fifth of Bangladesh's total garment exports, driven by strong demand from Western retailers stocking up ahead of the Christmas season.

This growth comes despite imposition of addition tariffs imposed by the Trump administration, which have made Bangladeshi goods more expensive than those from duty-free competitors.

The US had earlier reduced its reciprocal tariff rate for Bangladesh to 20 percent from the initial 37 percent after Bangladesh agreed to increase imports from the US to help narrow the annual trade gap of over \$6.2 billion. The new rate came into effect in August.

"There is no possibility of export decline from Bangladesh to the US due to

the new tariffs, as we mainly export low-value apparel products for hypermarkets," said Mohammad Hatem, president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA).

"The price increase from the tariff will be minimal and unlikely to affect demand," he added.

Hatem said as prices for high-end products rise with the new rates, more US consumers may turn to affordable options, boosting sales of Bangladeshi goods.

Many competitors do not have the capacity to produce low-cost garments, leaving Bangladesh well placed to meet demand in the coming months, he added.

Mohammad Abdur Razzaque, chairman of local think tank Research and Policy Integration for Development, said exports to the US have risen in the first quarter, with garment shipments up by more than 13 percent.

"The feared impact of the Trump-era tariffs has not materialised yet," Razzaque said, while noting it was still early to judge, as the tariffs only took effect in August.

He pointed to three factors supporting exports. Those include reduced American imports from China, concerns over India's supply reliability, and adjustments in Vietnam's China-dependent supply chain.

The real test, Razzaque said, will come in the next quarter. "By December or

January next year, we will have a clearer view of how the US market is responding."

Razzaque said that without the tariffs, garment export growth could have reached 12 to 15 percent, helped by a global rebound in demand.

Bangladesh lost its preferential access to the US market in 2013 after the suspension of the Generalised System of Preferences over labour and safety issues. Since then, the garment industry has made major improvements in workplace safety and environmental standards, including setting up the highest number of green factories in the world.

Even so, apparel products remain excluded from the GSP scheme, a policy many in the sector describe as "unfair and outdated".

Riad Mahmud, managing director of N Poly, which exports non-leather shoes to the US, said orders have risen recently not because of new demand but due to strategic sourcing by buyers.

"We are now receiving orders we previously missed," he said, citing mid-range brands such as Fila and Decathlon.

Mahmud said tariffs on Chinese footwear have prompted US buyers to look for new suppliers, creating opportunities for Bangladeshi exporters. But he believes sustaining this growth would depend on meeting compliance standards such as Nirapon, which many factories struggle to afford.

Shawkat Haider, executive director

READ MORE ON B3

The Daily Star

~~The Business Standard~~

27 OCT 2025

## Exports to US rise

FROM PAGE B1

of Pharmaceuticals, Beximco said pharmaceutical exports to the US are also growing despite concerns about the new tariff rates.

"Following the Trump tariffs, there were fears that our exports would decline. Some even projected a \$1.2 billion drop. But the reality is quite the opposite; exports are increasing," he said.

Haider said the US has become Beximco's largest export destination.

The tariffs, he said, mainly target branded originator drugs from multinational companies, while generic medicines, which make up most of Bangladesh's pharmaceutical exports, are unaffected.

"Trump's policies have not had any negative impact on generics so far," he said, adding that Bangladesh was emerging as a strong alternative to China and India in the global pharmaceutical supply chain.

The Daily Star

~~The Business Standard~~

27 OCT 2025

## US, Vietnam agree to boost trade

REUTERS, Hanoi/Kuala Lumpur

The United States and Vietnam will finalise a trade agreement in the coming weeks that will maintain 20 percent tariffs on most Vietnamese goods but lift duties on certain products that will be decided at a later stage, the White House said on Sunday.

In return Vietnam committed to offering "preferential access" for most all US goods.

The two countries have agreed to a framework for the agreement on "reciprocal, fair and balanced" trade between the two nations, the countries said in a joint statement released by the White House.

US President Donald Trump in July announced that the United States would place a 20 percent tariff on many Vietnamese products, as well as a 40 percent levy on trans-shipments through Vietnam from third countries.

In the new deal, the United States will maintain its tariff rate on Vietnamese goods at 20 percent, but will identify products where the levy can be reduced to zero.

The agreement "will provide both countries' exporters unprecedented access to each other's markets", the Sunday statement said.

Last year, Vietnam, had a trade surplus of \$123 billion with the United States, its largest export market.

"In the coming weeks, the United States and Vietnam will work to finalize the Agreement on Reciprocal, Fair, and Balanced Trade, prepare the Agreement for signature, and undertake domestic formalities in advance of the Agreement entering into force," the statement said.

The United States and Vietnam will also work to address both countries' interests when it comes to non-tariff barriers, it said.

Vietnam has agreed to accept vehicles built to US motor vehicle safety and emissions standards, address the issue of import licenses for US medical devices, and streamline regulatory requirements and approvals for US pharmaceutical products.